রক্তে রাঙা
প্রিয় বর্ণমালা

রক্তে রাঙা
প্রিয় বর্ণমালা

শেফালী দাস

রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা
শেফালী দাস
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০০/-(তিনশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৯৯৪-০-৯
ISBN: 978-984-99994-0-9
Rokte Ranga Prio Bornomala by Shefali Das, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 300/- (Three Hundred Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উৎসর্গ

আমার স্বর্গীয়
পিতা-মাতাকে।

সূচি

রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা ❑ ০৯
অমর একুশে ❑ ১০
তোমাতে বিলীন ❑ ১১
যখন আমি থাকবো না ❑ ১২
জ্যোতির্ময়ী ❑ ১৩
প্রেমের জোয়ারে ভাসিব আবার ❑ ১৫
নিরুদ্দেশের পথে ❑ ১৬
ভালোবাসার পরশ ❑ ১৭
যেতে নাহি চাই ❑ ১৯
স্বজন হারানো বেদনা ❑ ২১
পরিচয় জানতে চাই ❑ ২২
আমি এক মুক্তিযোদ্ধা ❑ ২৩
বসে আছি পথ চেয়ে ❑ ২৪
অভিমান নয় শুধু ❑ ২৫
একদা প্রভাতে ❑ ২৬
তীর্থদর্শন ❑ ২৭
মাতৃদর্শন ❑ ২৯
পরবাসী ❑ ৩০
সাঁওতাল মেয়ে ❑ ৩১
পরনিন্দা ❑ ৩২
তুমি আসবে ❑ ৩৩
প্রতিক্ষণ তুমি ❑ ৩৪
ব্যস্ততা ❑ ৩৫
চিরদিনের তুমি ❑ ৩৬
গোপালদিঘি ❑৩৭
৩৮ ❑ মা মণি আমার
৩৯ ❑ প্রতীক্ষার অবসান
৪০ ❑ বিজয় দিবস
৪১ ❑ ভগ্নহৃদয়
৪২ ❑ নির্বাসনে যেতে চাই
৪৩ ❑ ওগো মোর প্রিয়তমা
৪৪ ❑ স্বপ্ন দেখা
৪৫ ❑ তোমাকে মনে পড়ে
৪৬ ❑ এক টুকরো স্মৃতি
৪৮ ❑ কফি হাউজ
৪৯ ❑ কল্পনাতে তুমি
৫০ ❑ নির্বোধ আমি
৫১ ❑ আমার প্রিয় বাংলাদেশ
৫২ ❑ কমলা
৫৩ ❑ চির সুন্দর আমার
৫৪ ❑ প্রেম চিরদিন রয়
৫৫ ❑ ভালো ব্যবহার
৫৬ ❑ প্রিয় মোর
৫৭ ❑ অমর প্রেম
৫৮ ❑ স্বপ্নের দিনগুলো
৫৯ ❑ ওরা মরে না
৬১ ❑ আবার আসিব ফিরে
৬২ ❑ ফুলের বনে
৬৩ ❑ এ জ্বালা সইবো কেমনে
৬৪ ❑ পুনর্মিলন

রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা

রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমার প্রিয় বাংলা ভাষা
তুমি আমাদের অতি প্রিয় মাতৃভাষা
আবহমান কাল থেকে বাংলা ভাষা চলছিল তার আপন গতিতে
৫২'র ভাষা আন্দোলনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে
বাংলার দামাল সন্তানেরা আন্দোলন করল,
দুর্বার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল
তরুণ একঝাঁক তাজাপ্রাণ, আত্মোৎসর্গ করল
রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বার
নাম না জানা আরও কতজন
প্রতিবাদের উঠল ঝড়
রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা ভাষা
বাংলা ভাষাই হবে রাষ্ট্রভাষা
উত্তপ্ত হয়ে উঠলো পাকিস্তানি হায়েনারা
তারা ধ্বংস করতে চায় আমার প্রিয় বর্ণমালা
প্রিয় এ বাংলা ভাষা,
ভালোবাসার এ মাতৃভাষা
আন্দোলন এখানেই নয় শেষ
সুন্দর ঝকঝকে তকতকে বর্ণমালা
পাকিস্তানিরা ক্ষমতার নির্মম আঘাতে করে দিল রক্তাক্ত
হে সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার,
তোমরা বিশ্ব দরবারে বাঙালি জাতিকে করেছো পরিচিত
শুধু বায়ান্নেই নয়,
ভারতের আসাম রাজ্যে ৬১-এর ১৯ শে মে
শিলচরে হয়েছিল মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে আন্দোলন
সেখানেও রেল স্টেশনে নিহত হয়েছে এগার জন
তার মধ্যে নারী একজন
কমলা ভট্টাচার্য তার নাম,
এখনও তাঁরা তাদের প্রিয় বর্ণমালা,
প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা নিয়ে লড়ে যাচ্ছে
বাংলা আমাদের গর্ব, বাংলা আমাদের অহংকার।
রক্তাক্ত বর্ণমালার কথা আমরা ভুলি নাই
শহিদদের রক্তিম সালাম জানাই।

অমর একুশে

হে মোর প্রিয় বাংলা ভাষা
তুমি মিশে আছ মোর হৃদয়ে
রক্তের প্রতিটি পরতে পরতে
তাইতো এত ভালোবাসা।
মোদের প্রথম বুলি মা
মা বলতে বলতেই
একদিন শিখে ফেলি বাংলা ভাষা
অপরূপ মধুর এ ভাষা
অলক্ষ্যে আমরা যতই ভালোবেসে ফেলি
এই সুমধুর ভাষা।
এ ভাষা বাঙালির প্রাণের ভাষা
পশ্চিমারা চাইলেও কেড়ে নিতে পারেনি
তাই রক্ত ঝরা একুশে ফেব্রুয়ারিতে
নিষ্ঠুর নগ্নভাবে চালাল অস্ত্র
নিহত হলো আমার ভাই শফিক, রফিক
সালাম ও বরকত নাম না জানা আরও অনেকে
ইতিহাসের রক্তে লেখার নাম লেখা রইল
বাঙালির বীরত্ব গাঁথা।
হে মোর অমর একুশে, হে মোর শহিদ
তোমাকে জানাই হাজারো লাল সালাম।

তোমাতে বিলীন

আমি যখন নদী তীরে বালুচরে এসে
বিরহ বেদনায় উঠিলাম ভেসে
ভাবিতেছিলাম এই কী জীবন?
কেন হলাম আমি ভালোবাসায় মগন
এ কেমন অবস্থা, কেমন করে হয়
না পারি ছাড়িতে না পারি বাঁধিতে তোমার হৃদয়
হৃদয়ে হৃদয়ে যদি মিলই না হয়
তবে এ কীসের বাঁধন কীসের মিলন।
ভেবেছিলাম দু'দণ্ড হলেও দিতে পারো তোমাতে আমাতে শান্তি।
দিতে পেরেছো কী সেই অভাবনীয় প্রগাঢ় প্রশান্তি
তাই বা বলি কেমনে, তুমি তো এসেছিলে আমার দ্বারে
তুমি কি রুদ্ধ দ্বার দেখে গিয়েছো ফিরে?
ওগো মোর পূর্ব জনমের প্রিয়তম
তোমাকে যেন এ জনমে আর বারবার পাই জনমে জনম
তুমি কি ভুলে গেছো গোমতী তটের মধুর স্মৃতি
যেটা ছিলো তোমার আমার প্রথম প্রেমের হৃদয় উৎসারিত প্রেম-প্রীতি
প্রিয় আমার, মনে কি পড়ে না?
তোমার অধরে অধর রাখিয়া
কত কথা বলেছিনু জড়িয়ে ধরে বুকে
কত কথা হলো বলা হিয়াতে হিয়ায়।
সেদিন তুমিতো ফেরাওনি মুখ, দাওনি ফাঁকি
সরে যাওনি হাতেতে হাত রাখি।
আজি তবে কেন যমুনার কূলে এসে ফিরিয়ে নিলে মুখ
আমিতো তোমারই লাগি এসেছিনু হেথায় ভাগ করে নিতে সুখ
এ কি হলো! ফিরায়ে দিও না মোরে, হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়েই থাকুক
তবুও আমি দেবো না তোমায় সহিতে দুখ
তুমি রবে চিরকাল মোর হিয়ার পাশে
আমি হবো তোমাতে বিলীন গভীর ভালোবেসে।

যখন আমি থাকবো না

যখন আমি থাকবো না,
তখন তুমি সঙ্গোপনে আমায় দেখতে এসে দেখলে
বৈঠকখানায় নেই তো সে তোমার প্রিয় দিদিটি
তুমি ভাবছো মনে মনে
সোফার শেষপ্রান্তে বসে হয়তো কিছু লিখছে সে
নতুবা কোন কিছু পড়ছে শুয়ে শুয়ে
তুমি ভাবনায় মশগুল হয়ে কাছে এলে, ডাকলে
কোন সাড়া না পেয়ে ভাবছো
এত ব্যস্ত তো তিনি নন কোনোদিন
আমি এলে শত ব্যস্ততার মাঝেও
আমার হাত দু'টি ধরে, কাছে বসায়ে বলতো
ভাই এসেছিস, বোস।
দ্যাখতো লেখাটা কেমন হলো?
ভালো করে পড়ে বলবি, ভালো হলে ছাপাবি
মন্দ হলে ছাপার জন্য নয়।
ছাপার জন্য নয় কথাটি শুনে তুই হেসে দিলি
তোমার লেখা অসাধারণ, বললে তুই।
একথা শুনে তুমি আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললে
একথা শুধু তুই-ই তোর দিদিকে বলতে পারিস
আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরের
তোর মত ভাই পাই, যে আমার এত প্রিয়।
হঠাৎ আমি আমার সম্বিৎ ফিরে পাই
চিৎকার দিয়ে বলি-
কই কই আমার স্নেহময়ী দিদি তো নাই
ঘর ভর্তি লোক নিশ্চুপ, শুধু চোখে জল ছলছল
প্রিয়জনেরা শুধু একপলক দেখতে এসেছে তোমায়
আমি ফুল হাতে এসেছি শ্রদ্ধা জানাতে,
প্রতিদান দিতে নয়।
গ্রহণ করো আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি
হে মোর প্রেমময়ী দিদি
চিরকাল যেন তোমার আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে
তোমার স্নেহনীড়ে আশ্রয় পাই
তুমি রবে মোর হৃদয়ে জাগ্রত সদাই।

জ্যোতির্ময়ী

মাতৃরূপা ভারতেশ্বরী
তোমার বক্ষে ধারণ করেছো কত জ্ঞানী-গুণী
অযুত আলোকে আজও আকাশে জ্বলজ্বল করছে
একটা নক্ষত্র।
যার সমস্ত সত্তা জুড়ে আছে অগাধ জ্ঞান
একান্ত আপনজনের মত ভালোবাসে তাকে বাংলার মানুষ।
তুমি তো সেই মা, যে গর্ভে ধারণ না করেও
শত শত সন্তানের মা, এ যেন মা যশোধা
এত ধৈর্য, এত সহ্য শক্তি, এত স্নেহ কে দিলে তোমায় মা,
হবে না স্নেহময়ী! তুমি যে জ্যাঠামণির আবিষ্কারের এক ধ্রুবতারা।
তুমি যে একাই একশত
নীলগগনে জ্বলছে তোমার দীপ্ত আলো
সে আলোই তো ছড়িয়ে দিলে পৃথিবীর সবখানে
সে আলোর পরশে আমরা ধন্য হলাম, হলাম গর্বিত।
যে পেয়েছে একবার তোমার পরশ
দ্বিতীয়বার প্রজ্বলিত হবার নেই কোনো অবকাশ,
ওগো মা তোমাকে চিনতে যে আমরা করিনি ভুল
জ্যাঠামণি, মির্জাপুরের মানুষ আপামর বাংলার মানুষ
তোমাকে জেনেছে, তুমি সেই মা, যে বিশ্বে
মহীয়সী হয়ে রয়েছে, ভাস্বর হয়ে জ্বলছে,
সেই মহিমান্বিতা তুমি, তুমিই সেই বড়মা।
তুমি ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ
তুমি নারী জাগরণের অগ্রদূত
তুমি বীর মুক্তিযোদ্ধা, তুমি মানবতার সেবিকা।
তোমার গুণের সীমা পরিসীমা নেই,
মানুষের চেনা জানার যে দৃষ্টি
সেই দৃষ্টি ক্ষমতা সম্পন্ন তুমি-
জীবন সুন্দরের যে উপাদান
সেটা তোমার মধ্যে বিদ্যমান।
অন্যরকম মমতাময়ী নারী তুমি
তোমাকে কখনও ম্লান মলিনতায় দেখিনি
সদা হাস্যোজ্জ্বল এক প্রাণ খোলা নারী অথচ কঠিন দৃপ্ত।
তুমিই তো আমাদের সেই স্বনামধন্য অধ্যক্ষ প্রতিভা মুৎসুদ্দি।

তোমার আছে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্নিগ্ধ পরশ
যা জীবনের মূল্যবান সম্পদ।
তুমি এমনই এক মহিমান্বিতা ও আদর্শ নারী
তাই তোমাকে শ্রদ্ধা জানাই,
আমরাও যেন তোমার মত হতে পারি।
তোমার নির্দেশিত পথে যেন অগ্রসর হতে পারি
তুমি আশীর্বাদ করো, মাগো
তোমাকে জানাই আমাদের সহস্র প্রণাম।

প্রেমের জোয়ারে ভাসিব আবার

হে প্রিয়ে, কেন এত উতলা
তুমি একদিন যার হাতে হাত রাখি
নীরবে নিঃশব্দে চলিতে পথ একাকী
তাকে কি করে বুঝলে ভুল
তুমি তো পেয়েছিলে উপহার গোলাপ ফুল,
সে তো ভোলার নয়, সেতো অমর অক্ষয়,
যে তুখোড় কবি ছেলেটি
রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা শোনাত তোমায়
যা তুমি আজও ভুলোনি,
এটাই তো অফুরন্ত প্রেমের স্মৃতি।
আমরণ আমরা ভালোবেসে যাবো
ভুলে যেন না যাই কোনদিনও
ভালোবাসার সেই অতীতের যুবকটি
দিনের পর দিন হয়ে উঠবে আরও প্রিয়
যৌবনের দিনগুলো যা হৃদয় নিংড়ানো
আনন্দ ও শিহরণ এনে দেয়
তাকে কি ভোলা যায়?
না; যত ভোলা না যাবে, ততই সে প্রেম হবে গভীর
তাই বলি প্রিয়ে, ভুলো না কোনো কিছু
তোমার গভীর প্রেমই দিবে তোমাকে
অফুরন্ত শান্তি ও সুখ।
দু'জনের সাথে দু'জনের যে অপার মিলন
তাই একদিন এটাই হবে গভীর প্রেমের বাঁধন
হে মোর প্রিয়তমা, অযথা করিও না দুখ
তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসাই
তোমাকে দিবে অনেক সুখ।
সেই দিনগুলো নাইবা থাকলো,
মনে রেখো, ভালোবাসা কোনোদিনও মরে না।
নতুন করে ভালোবাসায় অনুরক্ত হবো মোরা
পুরাতনের স্বাদ ল'ব নতুনের মাঝে
এসো সখি, ধর হাত
প্রেমের জোয়ারে ভাসিব আবার
নতুনের মাঝে হারিয়ে হবো একাকার।

নিরুদ্দেশের পথে

যাকে আমি দেবতুল্য মনে করে
ধারণ করেছি শির 'পরে
এমন অবহেলা করে কেন তারে
তুমি ফেলে দিলে ভূমি 'পরে।
বারবার এত অপমান সহিব কেমনে
এত কি শক্তি আছে মোর প্রাণে
তাই ভেবেছি, কিছু না বলে
ধীরে ধীরে চলে যাবো
নিশীথের অন্ধকারে চরণ ফেলে
নিরুদ্দেশের পথে।
আর তুমি এসো না এ পথে
ফেলে দেওয়ার যাতনার চেয়ে
গ্রহণ করার জ্বালা আরও বেশি
তাই বলে, হে বন্ধু তোমার প্রিয়কে
করিও ক্ষমা, এদিকে এসো না
ভুলেও কোনোদিন এ নিয়ে
তুমি না হয় নিজেকে, ব্যস্ত থাক
তাতেই পাবে সান্ত্বনা
নিজের সুখ বাড়াতে অন্যের সুখকে
করিও না অবহেলা।
ক্ষমা করো হে মোর সুন্দর
আমি তোমাকেই চাই দিতে শান্তি
আমি চলিলাম শান্তির সন্ধানে
আমি চলিলাম নিরুদ্দেশের পথে
হে বন্ধু বিদায়
মোরে করিও ক্ষমা।

ভালোবাসার পরশ

পথ চলিতে চলিতে
দেখা হলে তোমার সাথে
সেই রাধাকুঞ্জে, বলে গেলে আসবে কাল
পথ চেয়ে রইনু বসে
নেইতো কোন কোলাহল, কোন আলোড়ন,
চলে যাবো ভেবে উঠিলাম
লৌহজং-এর তীরে এসে দেখি এক শিশু
কাদামাখা হাত দু'টি দিয়ে ধরে
হেসে ডাকলো দিদি
ওকে কোলে নিয়ে বলি, কে তোর দিদি?
কেমন করে দিদি?
শুনে শিশুটি আরও জোরে খিলখিল
করে হেসে কাদা লেপ্টে দিয়ে ধরলো
গলা জড়িয়ে।
আরও নিকটে আমার বুকে পা রেখে
কাছে এসে কাদা মাখা হাত দিয়ে
দিলে আমার মুখ বন্ধ করে।
ভেবেছিনু এহেন দুষ্টুমীর জন্য দেব ধমকায়ে
পারলাম না
দু'হাত বাহুতে নিয়ে ওকে নিলাম
কোলেতে তুলি।
কোলে উঠে সে কি আনন্দ,
সে কি দাপাদাপি,
কি করি, মায়া ভরা মুখখানা দেখে
শিশুটিকে ফেলতেও পারিনি।
তাই জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে
বললাম, ভাই
আবার আসিব আমি এই নদী তটে
তোমাকে ভালোবাসতে,
আদর করতে
প্রিয় ভাই, ভুলো না আমায়।
মাটি থেকে উঠে সুবোধ বালকের মতো
দৌড়িয়ে চলে গেলো অন্যঘাটে,

মায়ের আঁচলের তলে।
এটাই তো খেলা, এটাইতো আনন্দ
এটাই পরম পাওয়া পরম শান্তি
আমি তো এসেছিলাম ঝিনুক কুড়াতে
একরাশ মুক্তো তুলে নিলাম দু'হাতে।

যেতে নাহি চাই

সেদিন আমি বুঝলাম আমি পেরেছি ভালোবাসতে
আমিও জানি ভালোবাসতে
বর্ষায় কদম্ব তলে বসে হাতে হাত রাখি
নত মাথা তুলে যেন তুমি ডাকছ আমায়
সকরুণ দুটি আঁখি।
দেখিলাম কি মধুর মিষ্টি তব মুখখানি
আমি তো কখনও এ মুখ ভুলিতে পারিনি।
কতবার, কতভাবে কতখানে দেখেছি তোমায়
মোর মনে কোনোদিনও জাগেনি এ অনুভূতি
তোমার মধ্যে কোনদিনও দেখিনি, এত প্রাণ আছে
আছে এত আবেগ, আমি অভিভূত
আমার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত প্রেম যত আছে
কেমনে আমি রুধিব তাহারে, কেমনে দিব তারে
শান্তির মুক্ত আকাশে উড়ায়ে
আমি যে এখন পথহারা, বুদ্ধিহারা, দৃষ্টিহীনা
তুমি যদি না কর মোরে সঠিক পথে চালনা
তবে পথ পাবো কোথা।
হে বন্ধু, ভালোবাসা দিয়ে মোরে এগিয়ে নিয়ে চলো
সুন্দরের পথে, আলোকিত পথে।
তোমারই পরিচালিত পথে
আমি চলতে চাই, তোমাকে ভরসা ও বিশ্বাস করে
তোমারই চালিত সুপথে মোরে হাত ধরে নিয়ে চল
তোমার পবিত্র ভালোবাসার ভারে, আমি যে অচল
আমার চলার পথ সুগম ও মসৃণ করে দাও
আমিও চাই আনন্দের সাথে সুপরিচালিত হতে
আমি তো অনেক আশা নিয়ে এসেছি তোমার কাছে
আমি জানি তুমি সব পারবে আমার জন্য।
সত্যি করে বলতে লজ্জা নেই, নেই কোন কুণ্ঠা
আমি আবার নতুন করে তোমাকে অবলম্বন করে
তোমাদের সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চাই
ওগো, মোর প্রিয়
আমার জীবনের শেষ আবদার রাখবে না তুমি?
আমার আকুতির প্রতি দেখাবে না সম্মান?

আমি জানি আমার মনোবাসনা করবে পূরণ
শুধু তুমি, শুধুই তুমি
কত বিচিত্র পথ পরিক্রমণ করে শেষ প্রান্তে এসে
ধরেছি তোমারই হাত।
এহাত ধরেই এ পৃথিবীর স্বাদ লব নতুন করে
জানি দিন মোর গিয়েছে ফুরায়ে
তবু আমি এ সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর তোমাকে
ছেড়ে যেতে নাহি চাই
তোমাদের সবার মনের মাঝে বাঁচিবারে চাই।

স্বজন হারানো বেদনা

সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি আমার,
অতি স্নেহের, অতি আদরের, অতি ভালোবাসার
৯ই নভেম্বর/৮১তে হারালাম তোমাকে আমরা
ঝড় বাদলহীন সুন্দর আবহাওয়াতে কেড়ে নিলো দুর্বৃত্তরা
অপরাধ ছিলো একটা
সে সুবক্তা সুস্থ রাজনীতিবিদ তাই তাকে করা হলো হত্যা
সেদিন কারও কিছু হলো না, আঁচড়ও লাগেনি কারও গায়
শুধু নির্মম মৃত্যু হলো নিমেষেই তোমার
ছোটবেলায় মায়ের পরে স্থান দিয়েছিলে আমায়
তাই ক্ষণিকের তরেও ভুলিতে পারিনি তোমায়।
একটু বিরক্ত হলেই হা-হা বলে মনের ভাব প্রকাশ করতে
তখন বয়স তোমার কত, সবে শিখেছো কথা বলতে।
আরামে দিদির কোলে মাথা রেখে দিতে ঘুম
দিদি দোল দিতে দিতে তোমায় পাড়াতো ঘুম
আমি যখন যেতাম কলেজে ছোট্ট তুমি জোর করে সঙ্গে যেতে
তোমার আবদারের কথা আজও পারিনি ভুলতে
আমার সাথে না খেলে খাওয়া নাহি হতো
সেদিনও তোমায় খাইয়ে দিতাম তুলে নিজ হাতে
তুমিতো আমার ছোট ভাই, পুত্রতুল্য
তখনই উত্তর দিলে, তুমিতো আমার দিদি, মাতৃতুল্য
সেদিন খেতে খেতে বলেছিলাম ভাই,
এত সক্রিয় রাজনীতি করতে নাই।
ক্ষতি হলে কর্মীদের, লাভ হলে নেতাদের হবে।
আমার ভাইটির বড় সাধ ছিলো সে নেতা হবে
প্রিয় ভাইটি বড় বেশি ভালোবেসেছিলো তার জন্মভূমি ও দেশবাসীকে।
সংগঠনের ছাত্ররা খুবই শ্রদ্ধা করতো তাকে
তুমিতো তখন হওনি বড় কিছু সবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলে
তাই নিজের মত করেই নিজেকে তৈরি করছিলে।
পাড়ার শহরের সবাই পঞ্চমুখ তোমার প্রশংসায়
আমরা ভাইবোনেরা সবটুকু আদর দিয়েও ভালোবেসেছি তোমায়
তুমিও ভাব করতে ছোট শিশুটির মতো যেন আদৌ হওনি বড়
আজ সেই ছোট্ট হয়েই অঙ্কিত হয়ে আছো হৃদয় জুড়ে
তুমি আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলেছিলে,

দিদিরে এখন আমি স্বপ্নও জাতীয় পর্যায়ে দেখি
আহ্লাদে গদগদ হয়ে বললে স্বপ্নের কথা
স্বপ্নটা শুনে মন খরাপ হলো আমার
তুমি থেমে আমাকে জড়িয়ে ধরলে আবার
কিছুই ভুলিনি ক্ষতময় অতীত
স্মৃতির পাতায় সবই জমে আছে পুঞ্জীভূত দুঃখের ইতিহাস
আজও মিছিল দেখলে দাঁড়াই রাস্তার পাশে
কল্যাণকে না দেখে ফিরে আসি, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে
যে মিছিলের শোভাবর্ধন করতো আগে
সেই সুদীর্ঘ কল্যাণ বিহারী দাস নেই আজ
মিছিলের অগ্রভাগে।
জনকের আকুল আর্তনাদ অশ্রুসিক্ত চোখ জননীর
স্তব্ধতায় ভরা চঞ্চল মুখ হাজারো ভাইয়ের
তুমি আমাদের অমাবস্যার দীপাবলী
তুমি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে জ্বলে উঠবেই
পরজন্মে তুমি আবার আসবে ফিরে
তোমারই প্রিয় এ সংসারে।

পরিচয় জানতে চাই

তোমাদের কিছু বলতে চাই না বিপদ পদে পদে
বললেই তো এক ধাক্কায় ঢুকিয়ে দিবে গরাদে
উলঙ্গ কথাবার্তার পিছনে কিছু বলতেই হয়
তা বললে আন্দোলন জোরদার হবে জানিও নিশ্চয়
বাংলার রাজনীতির ধারায় থাকবে না কোনো বিরোধী দল
বিরোধিতা করলেই ছত্রভঙ্গ হবে তোমার প্রিয় দল
আমরা বাংলাকে ভালোবাসি
ভালোবাসি বাংলার জনক বাংলার নায়ক, বাংলার নেতা
বাঙালির পরিচয়কে বিশ্বের দরবারে করেছিল যে পাকাপোক্ত
সেই মহান ব্যক্তিকে যে করেছে অপমান তাকে করতে হবে
সহ্য করতে পারিনি অবিস্মরণীয় নেতার অপমান সনাক্ত,
আরও চিহ্নিত করতে হবে সেই লোকটাকে
যে করেছে দু'টুকরো পিতার মাথাকে
একি বাঙালি না অন্য জাতোদ্ভূত।
যে জনকের মাথাকে করেছে দ্বিখণ্ডিত
তার পরিচয় চাই জানতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে।

আমি এক মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট থাকুক আর নাই থাকুক
তবুও আমি মুক্তিযোদ্ধা।
যেদিন বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে
জাতির পিতার ৭ই মার্চের ভাষণে
হয়েছিলাম আমি উদ্বুদ্ধ।

সেদিন থেকে দেশ মাতৃকাকে বাঁচাব বলে,
সমস্ত হৃদয় মন উজাড় করে
হে মোর সোনার বাংলা ভালবেসেছি তোমায়,
আমি টাঙ্গাইল হতে জামালপুর, শেরপুর
কামালপুর হয়ে-পাক সেনা
রাজাকার, আলবদর পার হয়ে
মহেন্দ্রগঞ্জ, বিহার হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়
তারপর-
তারপর আমাদের অস্তিত্ব খুঁজে খুঁজে চলে এলাম
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে
সংবাদ পর্যালোচনার পাঠক হয়ে
যারা মুক্তিযোদ্ধাকে এক কাপ চা খাইয়েছে
যারা কাপড় ধুয়ে দিয়েছে।

দেশাত্মবোধক গান শুনিয়েছে যারা
তারা সৌভাগ্যবান মুক্তিযোদ্ধা।
আমি প্রাণের আবেগে, ভালোবাসার গানে,
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিয়েছি,
যুগিয়েছি উৎসাহ দেশবাসীকে ও দেশের
মুক্তিপাগল দামাল ছেলেদেরকে।

এটা কি কোন প্রকার মুক্তিযুদ্ধ নয়?
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যারা করেছে
অংশগ্রহণ, তারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা
কিন্তু কেন আমি নই?
কেন এত কৃপণতা আমার বেলায়।

যাক তোমাদের ইচ্ছামতই চলুক
তবুও আমি ধন্য, আমি মুগ্ধ, আমি সৌভাগ্যবতী।

আমাকে নাইবা উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হলো
তবুও আমিতো মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি, আমি তাতেই গর্বিত।
সবাই জানুক আর নাই জানুক
তবুও আমি মুক্তিযোদ্ধা।

বসে আছি পথ চেয়ে

আমি যখন তোমার লাগি রয়েছি বসে
তখন তোমার সময় আদৌ কি হবে?
সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ হাতে যখন দাঁড়িয়ে আছি
সে দীপ কখন জ্বালিয়ে দিবে মোর হাতে।
সাঁঝের বেলায় নৌকাখানি নিয়ে
যত বোঝা দিয়ে এসেছি নামিয়ে
নানাখানে শেষ করে বেচাকেনা
এসেছি তোমার তরে এইখানে
প্রথম রাতে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে
ফুটেছে ফুল মল্লিকা বনে
দখিন হাওয়া বইছে জোরে
মনখানি মোর ভাসিয়ে নিবে জোয়ারে
বাঁধাতরী দোল খেয়ে যায় ঘাটে
জোয়ার তখন শেষ হবে কূলে এসে
কলকলিয়ে আসবে যখন জল
চাঁদ তখন যাবে অস্তাচল
আমি তখন তোমা লাগি
নির্নিমেষ নেত্রে চেয়েই থাকি
কেবলই তব পথপানে চাই
এখন কী তোমার সত্যিই সময় হবে।

অভিমান নয় শুধু

সেদিন আমি চিৎকার দিয়ে ডাকলাম তোকে
তুই না এসে বললি, বিকেলে যাবো
হায়রে কপাল! আমিতো ব্যথায়
কাতরাতে কাতরাতে বললাম
আমি পড়ে গেছি ভাইরে
তুলবি না আমারে?
আমার পা ফেটে গেছে, হারিয়েছি ওঠার ক্ষমতা
ও ভাই, তুই কোথা?
আবার বললি, আমি যাবো তোমার কাছে
বিকেল সাড়ে চারটায়,
ব্যথার যন্ত্রণায় আরও জোরে বলি
নিকুচি করি তোর বিকেল বেলার,
ততক্ষণে আমি লুটিয়ে পড়েছি ধূলায়
অতিক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেলাম, তুমি কোথায়?
দুঃখে ব্যথায় রাগে বললাম আমি হেথায়
আমার কথার উত্তরে বলল কোথায়?
পড়ে গেছি। তোর গেটের সামনে তুলে নে আমায়।
শুনতে পেলাম বললি তুই সন্ধ্যাকে
যা তো সন্ধ্যা নিয়ে আয় দিদিকে
আমি পড়ে গেছি শুনেও তুই সন্ধ্যাকে,
পাঠালি আনতে আমাকে
বাঃ বাঃ আমার কত সাধনার স্নেহের ভাই
তোর কাছে এমন পাবো বলে আশা করি নাই
তুই ভুলে গেছিস অতীত বর্তমান সব
তাইতো সন্ধ্যাকে দিয়ে করাস কর্তব্য
কি করে পারলি এমন করতে?
আমি চাই না আর কোনো হিসেব নিকেশ করতে
আমি নির্দ্বিধায় চাই দেনা-পাওনা মিটাতে
চাই না নতুন করে আর বাধা পড়তে।
দিদির মনটাকে চিনলি নারে।
সে তোকে বেঁধেছে ভালোবাসার কঠিন মায়াডোরে
আর আজ দেখলাম প্রত্যক্ষ তোর ব্যবহার
আমি বুঝলাম আরও স্পষ্ট করে

মোর কেহ নাই কিছু নাই
সব কিছুই মুখচাটু নহে কিছু আন্তরিকতা
এতো দুঃখ, এতো ব্যথা সবই রইলো অন্তরে মোর
করিও ক্ষমা।

একদা প্রভাতে

একদা প্রভাতে দেখা হয়েছিলো পথমাঝে
পথ আগলিয়ে দাঁড়ালে আমার পাশে
সেদিন বুঝিনি কেন এতো কথা বলিবার ছল
এসে বললে কাছে এসো ওখানে চলো
আমি না জানি কি ভেবে চলিলাম তব সাথে
সেদিনও বুঝিনি কেন রাখলে মোর হাত তব হাতে
সেই প্রথম প্রেমের শিহরণ মাখা পরশে
আমি যেন কেমন আপ্লুত হলাম আবেশে।
তুমি তো আমাকে আকড়ে ধরলে দুবাহু ডোরে
আমার কিঞ্চিত আপত্তি না মেনে গেলে না ফিরে
লাজে মুখ হলো রাঙা
কিছুতেই যায়নি সে লাজ ভাঙা।

আমি চকিতে বাহুডোরে ছিড়ি
তোমারই প্রেমময় বক্ষে পড়িলাম আছড়ি
তোমার কর দুখানি দিয়ে গভীর আবেগে আবার বাঁধলে আমায়
এবার নাহি জোরাজোরি আকুতি জড়িয়ে ধরলাম তোমায়
দুজনের পানে দুজনে চাহি
কথা বলিবারে গেনু কথা আর নাহি
তুমি অতি নিম্নস্বরে ডাকিলে আমায় প্রিয়তমে
হারিয়ে গেলে নাতো এইখানে
তোমার বধূয়া চক্ষু বুঁজে আছে কথা বলিতে নারে
এ সময়ে কথা বলে লজ্জা দিও না তারে
ডাকিছে পাখিকূল সূর্য উঠেছে গগনে
ফিরিতে হবে এখনই এই লগনে,
এসো প্রিয় দুজনে মোরা চলিব দুজনার সনে
আজও যেমন আছি আজীবন থাকবো তেমনে।

তীর্থদর্শন

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৩.৩০ মিনিটে
ছায়ানীড়ে, শ্রেষ্ঠ উত্তর দাতাদের মাঝে
তাই বাধ্য হলাম যেতে স্বপ্নপুরীতে
চারদিকে যদিও দারিদ্র্যের ছাপ
তবুও অভাব ছিলো না আন্তরিকতার
পথের ধারে মুক্তমঞ্চ, সারা মঞ্চ জুড়ে
আবৃত অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া
ছোট ছেলেমেয়েদের কল-কাকলিতে
মুখরিত এ স্নেহসিক্ত আঙ্গিনা
এসেই দেখেছি পাশেই ছোট একটি পুকুর
দুটো হাঁস করছে অবাধ বিচরণ
আনন্দে আহ্লাদে করছে তারা সন্তরণ
তীরে তীরে হেলেঞ্চা ও কলমি শাক
ঢালু পাড়িতে নারকেল ও সুপারির সারি
এ পারে ডাঙায় লাল রঙ্গন, করবী, শিউলি
সন্ধ্যামালতীর গাছে ধরে আছে ফুল
একটা মেহেদী গাছও আছে দাঁড়িয়ে
আর একটু দূরেই গাছপালার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছাদ
ছাদে দেখা যাচ্ছে একটা ঝুলানো শাড়ি
বেলা পড়ে এলো, বিকেলের মিষ্টি রোদের আলো
ধীরে ধীরে হাওয়া দিচ্ছে
টলটল করছে পুকুরের জল
গাছের পাতারা করছে ঝিলমিল।
নানা ফুলগাছে ও নানা রঙের ফুলে ফুলে
মঞ্চের শোভাকে করেছে মনোরম
বাংলা ভাষার ফেরিওয়ালার দৃষ্টিভঙ্গি
সত্যিই নান্দনিক বলতেই হয়।
অনলবর্ষী বক্তার সুললিত কণ্ঠে
উদ্বোধনীর সুর উঠলো বেজে
যে সুর অনুরণিত হতে হতে
ছুটে এলাম মঞ্চে।
আনন্দের ফল্গুধারা বয়ে গিয়েছে
হৃদয়ের প্রতিটি কোণায় কোণায়

ছায়ানীড়ে আনন্দ ও ভালোবাসার যে মন্ত্র
তুমি ছড়িয়ে দিলে
এখানে না এলে আমার তীর্থদর্শন হতো অসমাপ্ত।
তাই শেষ বেলায় এসেছি তরুণ ও কঁচিকাঁচাদের
কাছ থেকে আনন্দের ভাগ নিতে
তোমরা নিবে না বুড়ো দিদিকে তোমাদের সাথে?
এখানে না এলে ছায়ানীড় ও বাংলার ফেরিওয়ালা
সম্বন্ধে হ'তো না এতো কিছু জানা।
যারা বাংলাকে ভালোবাসে বাংলা সাহিত্যের
অনুরাগী, যারা ছায়ানীড়ের হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী গুণী
সেই সব গুণীরাই আজ সভাপতি ও প্রধান অতিথি
একের পর এক সুনির্ধারিত বিষয়ে রাখলেন
তাদের বক্তব্য
শেষ পর্বে হলো পুরস্কার বিতরণ।
বাংলা ভাষাকে নিয়ে এতো আবেগপূর্ণ অনুষ্ঠান
হতে দেখিনি কখনো
এমন অপূর্ব অনুষ্ঠানে এসে পূর্ণ হলো মোর হৃদয় মন।
ছায়ানীড় এমনভাবে স্বমহিমায় চলতে থাকলে
বিশ্ব দরবারে হবে সে মহিমান্বিত।
আমরা বাঙালিরাও হবো সেদিন গৌরবান্বিত।
তাই তোমাকে ও তোমার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানকে
জানাই হাজারো সালাম
অদম্য উৎসাহে সামনে এগিয়ে চলো
জয় অনিবার্য।

মাতৃদর্শন

সেদিন ১/১১/২৪ এক আনন্দ ঘন পরিবেশে
এমন এক মধুময় হেমন্তের সুন্দর বিকেলে
আমি গিয়েছিনু দেখতে
আমার প্রিয় ভাইয়ের স্বপ্নের ছায়ানীড়
ছায়াঘেরা পল্লী আন্তরিকতায় ভরা
কি মিষ্টি মধুর সুন্দর এ বিকেল বেলা।
আমার বড় সাধ জেগেছিলো মনে
ওখানে যাওয়ার আগে উদ্বোধন করব মাতৃদর্শন দিয়ে
দুটোর একটিও এ জীবনে হয়নি করা
এ দুটোই পবিত্র মন্দির সম মোর।
ভেবেছিলাম আজি এ শুভ লগনে
চমকিয়ে দিবো মাকে প্রথম দর্শনে
হঠাৎ ঢুকে তাঁর ঘরে।
কিন্তু হতে হলো নিরাশ আমাকে
বাড়িতে ঢোকার আগেই মা জড়িয়ে ধরে
আদর করে এসেছে নিতে আমারে
মায়ের প্রথম দর্শন নিয়ে করবো যে মজা
ভেবেছিলাম মনে মনে হলো না তা।
নাইবা হলো, মা-বাবার পুণ্য দর্শনতো পেলাম
মা যেন সত্যি সত্যিই আমার মা
একেবারে বঙ্গ জননী, সাদাসিধে সরল
বড় ভালো আমার মা।
তুমি আমার পূর্ব জনমের সেই মমতাময়ী মা
মহীয়সী যোবায়দা বেগম তুমি অনন্যা
হে মোর জননী তোমার হোক জয়
বাংলার বুকে তুমি থাকো হয়ে অক্ষয়।

পরবাসী

নিজগৃহে আমি পরবাসী
কৃত্রিম হাসি নিয়ে বেঁচে আছি
হৃদয়ের ভিতরে লুকানো যে ব্যথা
তাকে লুকিয়ে রেখেছি অযথা
আর না লুকোলেই কি সে গোপন থাকবে?
সবার অগোচরে প্রকাশ সে পাবে
আমার বাড়ি আমার ঘর
নেই কিছু আমার সবই পর
আমার হাঁটতে মানা, খেতে মানা
ইচ্ছেমত কিছু করাও বারণ
মনের কথা বলাও বারণ
সবকিছুতেই নিষেধাজ্ঞা
তোমরা আমায় করলে সবাই অবজ্ঞা
বলতো এখন কোথায় যাই?
এই বয়সে কোথাও যে নাই ঠাঁই
ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী
বলতো আপন কে সবচেয়ে বেশি?
কেউ নয় আপন কেউ নয় পর
তবুওতো ভেদাভেদ আছে তোমার আমার
শূন্যতায় ভরে গেছে মোর হৃদয়ের আকাশ
আজ আর ভেবে দেখার নাই কোনো অবকাশ।
আমার হৃদয়ের কথা কাহারে জানাই
এমন দরদী লোকতো আর কোথাও নাই
বাল্য কৈশোর কেটেছে আদরে
দুঃখে ভাসিয়ে আজন্মের সঙ্গীটি গেছে আমায় ছেড়ে
যৌবনের কর্মচাঞ্চল্য দিয়ে ছিলো ভরা
ব্যথা, বেদনা, দুঃখ ছিলো অধরা
সারাজীবন করেছি যত কর্ম সবই খারাপ
প্রশংসা নেই, কৃতজ্ঞতা নেই আছে শুধু অপবাদ
আমার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা পূরণ করো
আমার শান্তির স্থল পরপারের পথ সুগম করা
আমি চলে যেতে চাই দূরে
বহুদূরে

যেখানে থাকবে না কোনো কোলাহল কোনো হলাহল
আমার হাত ধরে হে প্রভু নিয়ে চলো মোরে পুণ্যতীর্থে
যেখানে আমি থাকি যেন সর্বদা শুধু শান্তিতে।

সাঁওতাল মেয়ে

রাস্তার ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে
আছে এক নাম না জানা সাঁওতাল মেয়ে
আমি বাস থেকে নেমেই দেখি
সা'দত কলেজ মুসলিম হলের সামনের রাস্তায়
নিচু হয়ে গেছে সামনা দিয়ে জায়গাটায়
এক পলক তাকালাম
অবাক বিস্ময়ে আবার তাকালাম
তার পটলচেরা চোখ, সুডৌল স্তন
নিতম্বটি ভরাট, সুঠাম দেহ
উচু করে বাঁধা খোঁপা হেলানো বাঁ দিকে
খোঁপার উপরে গোঁজা কৃষ্ণচূড়া ফুল
তখন তার বয়স কত হয়
ষোলো সতেরো নিশ্চয়
একবার তাকালে চোখ ফিরাতে পারবে না তুমি
কি এক আকর্ষণে যেন এগিয়ে গেলাম
মোহিনী চলে গেলো আমায় দেখে, হেসে বাঁকা চাহনি
এরূপ মৃন্ময়ীরূপ কখনো হেরিনি।
হাঁটুর নিচে পরেছে শাড়ি ডোরাকাটা
আর ব্লাউজ হাতাকাটা
খালি পা, টকটকে আলতা লেপা
ঠোঁটেও আলতা মাখানো, আদুল পায়ে নূপুর।
তোমায় লাগছে কি মধুর
তোমার মুখ ফেরাও মোর পানে
আবার দেখিবো তোমায় নয়ন ভরে
ওগো ললনা আবার আসিও ফিরে
এবার তোমাকে লইবো
সাদরে বরণ করে।

পরনিন্দা

পাশের বাড়ির কান্না শুনে উঠে
দেখতে গেলাম ছুটে
মেয়েটা তার চলে গেছে শুনি যেতে যেতে
পড়েছে সে এক বখাটে ছেলের হাতে
পাড়ার লোকে বলছে এসে একি হলো?
এমন হবে বুঝিনি তো, মেয়ে তো খুবই ভালো
পাড়ার বৌ একজন এসে বললো হবে না এমন
ওতো মেনীমুখো, যেন কেমন
ছেলেটা বাঙালি নয় হিন্দুস্তানি ছিলো
তাইতো ওদের আপত্তি এত কঠোর হলো
দেখতে শুনতে ব্যবহারে সবখানেই ভালো
তোমরা সবাই মিলে জটলা কর এতো নয় ভালো
এমন করে ছেলেটার নামে কেন এমন বলো
মা কেঁদে কয় তুইতো মোর কত আদরের মেয়ে
তোকে মানুষ করেছি কত আদর যত্ন দিয়ে
তুই সব ভুলে গেলি?
আমাকেও এমন করে দূরে ফেলে দিলি?
উঠোন ভরে গেলো ছেলে মেয়ের সমালোচনাতে
ভালো মন্দ বলছিল সবাই, পারছিলো না মিলাতে
কেউবা বলল আমর জানি এমনটাই হবে
আবার ফোঁস করে বললো আরেকজন ওদের বললো না কেন তবে
বলিনি ওদের কথা ভেবে,
জানাজানি হলে ওরা না জানি কি করবে
যা করার তাই করবে, ওদের উপর ছেড়ে দাও
আজ যা করলো হয়তো করতো এটাই মেনে নাও।
যার যার নানা মন্তব্য পেশ করতে করতে গরল বের হলো
বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা শুরু হয়ে রাত শেষ হতে চললো
এমন মজার ঘটনা কি সহজে আমরা শেষ করতে চাই
পরনিন্দা, পরচর্চা করার মত মুখরোচক বিষয় আরতো নাই
বাড়ির কর্তারা বলতে পারে না কিছু কারণ তাদের মান সম্মানের ভয়।
পাড়ার বৌদের কিছু বলা লজ্জার কথা নয়
তবুও তারা বলল, তোমাদের কি ঘর সংসার নেই
রাততো শেষ হলো

এসো ঘরে ফিরে বাড়িতে চলো
বিড়বিড় করতে করতে তারা চলে গেলো
এটা তাদের মনঃপুত নয় তাই বিরক্ত হলো।
কন্যার মা দরজায় আগল দিয়ে কাঁদতে লাগলো
বাবা দুঃখে রাগে ধমক দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলো।

তুমি আসবে

ফাগুন পূর্ণিমা রাতে দাঁড়িয়ে তব দ্বারে
ডাকবে না অপেক্ষার বিরহিনীরে
তুমি অপেক্ষা করতে বলেছিলে
বল্লবী তীরে তমাল তলে
তুমি তো এহেন নিষ্ঠুর নও
তোমার প্রিয়াকে কাছে টেনে লও
দুহাত বাড়িয়ে আহ্লাদে বল
ধরে বল, প্রিয়ে শুধু তুমিই আমার
ভালোবাসার আরও আবেগে চুম্বন এঁকে দাও
তোমার প্রিয়ার কপোলে
আমি শুধু তোমার পরশ লাগি
বসে আছি নিশিরাত জাগি
সারারাত জাগবো আমি, হয়তো আমায় ডাকবে হঠাৎ
অপেক্ষা করে থাকবো আমি সারারাত
আমার দুঃখ আমার কষ্ট বুঝতে পারবে যখন
চুমু খেয়ে আদর করে জড়িয়ে ধরবে তখন,
সেই অপেক্ষায় থাকবো আমি সারারাত জাগি
তুমি এসে হবে মোর রাত জাগার সাথী।

প্রতিক্ষণ তুমি

তোমাকে আমি প্রথম দেখেছি কাক ডাকা ভোরে
এভাবেই চলতে চেয়েছি যুগের পর যুগ ধরে
তোমাকে পেলাম প্রথম সূর্যোদয়ে আবার
ঝলমলে রোদ উঠেছে দিনের প্রথম প্রহরে
তোমাকে আমি বারবার পাই রোদেলা দুপুরে
তুমি আছো মোর সমস্ত হৃদয় জুড়ে
পড়ন্ত বিকেলে পেলাম তোমায় আবীর মাখা
মধুময় আবেগাপ্লুত অপরূপ রূপরেখা
সন্ধ্যার আগমনে তুমি এলে
একেবারে অতি আপন হয়ে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে
তোমাকে আমি নাহি হারাতে চাই
চিরটাকাল আমি তোমাকেই যেন আপন করে পাই
তুমি থাকো মোর সাথে
রাখো হাত মোর হাতে
এমনি করেই যেন দিন বয়ে যায়
সুখে দুঃখে তোমার ভালোবাসায়।

ব্যস্ততা

তুমি কেন বুঝো না আমি কষ্ট পাই
তবুও তোমার কোনো খবর নাই।
এতো ব্যস্ত তুমি স্বাভাবিকের চেয়েও অস্বাভাবিক
এতই কাজে তুমি ব্যস্ত
কেন আমাকে করছো এমনভাবে হেনস্তা
একটা খবর দেবার বা নেবার প্রয়োজনও মনে করোনি
এতটুকুও কি সময় বের করতে পারনি
দিবস ও রজনী কেটে গেলো
তবুও তোমার ব্যস্ততার নাহি শেষ হলো,
সামান্য একটা বাক্য লিখে ম্যাসেজ তো দিতে
একের পর এক সময় কেটে গেলো
কথা দেওয়ার সময় ও শেষ হলো
আমি আজ তোমার ব্যস্ততাকে মানতে পারিনি
এটা কি সত্যিকারের ব্যস্ততা না অন্য কিছু......

চিরদিনের তুমি

যেদিন তোমার সাথে আমার প্রথম দেখা
সেদিনও আমি তোমাকে চিনতে পারিনি
আকারে ইঙ্গিতে তুমি বুঝাতে চেয়েছিলে
আমি তোমারই।
আমিই সেই যে তোমার অতি প্রিয়
আমিতো তখন তোমার বিপরীত মেরুতে
কি করে বুঝবো তোমার ভাষা
তারপর যেদিন আমার ঘুম ভাঙলো
আমার জ্ঞান পুনর্জাগরিত হলো
তখন আমি তোমাকে পেলাম।
অতি সহজে অধিকতর আপন করে পেলাম
বৃষ্টি ভেজা দিনে তুমি যেমন
আমার কাছে খররোদ্রেও স্নিগ্ধ তেমন।
গ্রীষ্মে যেমন তাপদাহকে কর সহন
শীতেও তুমি শীত নিবারক
সর্বদা তুমি সহনশীল ও অমায়িক
তোমাকে কখনো দেখিনি রুক্ষ
তুমি আমার শান্তির প্রতীক ও আনন্দ।
তোমাকে পেয়েছি আজন্মের বন্ধু ও সুহৃদ
সারাটা জীবন তুমি বর্ষণ করেছো শান্তির বারি
আমি তোমাকেই শ্রদ্ধা করি
প্রিয়তম হে, তুমিই আমার আরাধ্য দেবতা।

গোপালদিঘি

ছোট্টবেলায় মায়ের আঁচল ধরে যেতাম হেঁটে হেঁটে
যাকে তোমরা ছোট পুকুর বল সেই গোপালদিঘির ঘাটে
কাকচক্ষু সম স্বচ্ছ পুকুরের জলে
এপারে ওপারে নানা কাজের ধুম বৌঝিদের চলে
কেউ বাসন মাজে, কেউবা ঘটিবাটি
কেউবা কাপড় কাচে, কেউবা স্নান করে জল নিয়ে যায় বাড়ি
সবার কি তাড়া, ছেলেরা যাবে স্কুলে তাদের রান্না বাড়া
বড়রা যাবে চাকরিতে, তাদের খাওয়া-দাওয়া
তৈরি করতে নানা কাজে ব্যস্ত তারা
ভোরের কুয়াশা যাচ্ছে সরে
পূর্ব গগনে উঠছে সূর্য আলো ঝলমল
ছোট শিশু ছোট্ট পায়ে হাঁটছে টলমল
নানা কাজে কেউ আসে, আবার কেউ যাচ্ছে কাজ সেরে
লোকে লোকারণ্য হলো দুপুরে
এক ঝাঁক হাঁস সাঁতার কাটছে পুকুরে
পশ্চিমের পায়ে চলা সরু পথে যেতে হয় ওপারে
এক কোনায় লাল শাপলা ফুল
আর এক কোনায় ছোট্ট এক নৌকা বাঁধা
বিকেল থেকেই পুকুর পার নীরব শান্ত
সারারাত সে থাকে ধ্যানমগ্ন।

মা মণি আমার

আমার একটাই মেয়ে নাম তার মিনু
নাগরপুরের বাবনা পাড়ায়
তারে বিয়ে দিয়েছিনু।

জামাইটি আমার সরল
তার ভিতরে নেই কোনো গরল।
ওখানে এক কলেজে করে শিক্ষকতা
নিরহংকারী ছেলেটি, নেই কোন জটিলতা।

মেয়েটির শরীর ভালো নেই শুনে রওনা হলাম
গিয়ে দেখি মেয়ে আমার দিব্যি ভালো, কোনো অসুবিধা নাই।
আমাদের কষ্ট দিয়ে কেন ডেকে আসলে
নইলে কি তোমরা আসতে একগাল হেসে মেয়ে বললে,
ওর বাবা জোরে জোরে হেসে বললো
মেয়ের আমার বুদ্ধি আছে বলতেই হলো
দুই নাতি আমার কোল ঘেঁষে বসলো
তাই দেখে ওদের দাদু জ্বলে পুড়ে মরলো।

এটা দেখেই ছোট নাতি উঠে এসে বসলো
গায়ে কাদা মাখা শরীরে দাদুর কোলে
মিনু তখন খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলে
দু'নাতি আহ্লাদে দাদুকে চুমু খেলো গালে
মেয়ে আমার আদর আপ্যায়ন জানে ভালো
টেবিলে চা নাস্তা দিয়ে নিজেও বসলো
তোমাদের বড় দেখতে ইচ্ছে করছিলো,
তোমরা আসোনা বলতো কতদিন হলো?
আমরা যাবো কি করে?
তোমার ভাইদের বার্ষিক পরীক্ষা নভেম্বরে,
মা মিনু আর এমন করো না,
তোমাদের না দেখে আমরাও থাকতে পারি না
আমরা খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে এসেছি
তোমরা আছো এখানে আর আমাদের আত্মাটাও এখানেই
মা, তুই যে আমাদের একান্তই আপন
তুই যে আমার নাড়ী ছেঁড়া ধন।

তারা নিজেদের সুখের জন্য চলে গেলো আমেরিকাতে
আমরা দেশমাতৃকাকে ভালোবেসে রয়ে গেলাম জন্মভূমিতে।
মা তোমরা ভালো থেকো সুখে থাকো।
আশীর্বাদ লহ মাতা-পিতার।

প্রতীক্ষার অবসান

আমি ভেবেছিলাম আমি হবো তোমার নয়নের তারা
আরও ভেবেছিলাম হবো আমি হৃদয়ের ফুল।
মনের কথাগুলো বলতে না পেরে
ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে হৃদয় মোর
তোমার প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে
চোখে দেখছি সরষে ফুল
তাতে তোমার নেই কোনো আফসোস
নেই কোনো দুঃখ নেই কোনো কষ্ট
তোমার প্রতীক্ষায় তোমার বিরহে
আমার দুচোখ ভরে জল এলেই বা কি
আমি তো প্রতীক্ষা করতে করতে
অবসন্ন হৃদয়ে বসেই আছি চাতক পাখির মতো
আমার জীবনে অপেক্ষার আটটা বাজেনি
আবার দেড়টাও বাজাতে পারিনি।
এখন ভাবছি অন্যকথা, কেমনে বাজবে
আমার জীবনের শেষ বারোটা
আর জাগবে না উল্লাসে এ মন
তখন হবে আমার প্রতীক্ষার অবসান।

বিজয় দিবস

সেদিন ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
আমি ছিলাম দাঁড়িয়ে
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ধারে
কলকাতা ৫৭/২ বালিগঞ্জের মোড়ে
রাস্তার বিপরীত পাশ থেকে এগিয়ে

আসছে নানা পথচারী জয় বাংলা শ্লোগানে
আমি হর্ষোৎফুল্ল হয়ে অবাক বিস্ময়ে
ওদের পানে আছি তাকিয়ে
এতো উচ্ছ্বাস, এতো আনন্দ দেখিনি আগে।
এক যুবক আনন্দের আতিশয্যে আশায় ধরল জড়িয়ে
জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে আবার সম্মুখপানে চলল এগিয়ে
আমার চাদরের খুঁটিতে দিলো ফল উপহার।

তারা উঠল বলে সাত কোটি বাঙালির
হলো আলাদা আবাসভূমি
এবার থাকবে না ভাষাগত জাতীয় বিরোধ
এবার থাকবে না কোনো বৈষম্য
সব বিরোধের হবে অবসান।

ভারতীয় বাঙালি যুবকেরা এগিয়ে যাচ্ছে অদম্য উৎসাহে
হাতে বাংলার পতাকা
পাশ ফিরে দেখি শরণার্থীরা যাচ্ছে
বাংলার মানচিত্র খঁচিত পতাকা হাতে জঙ্গী মিছিল
উত্তেজনায় আমি ছুটলাম ওদের সাথে
জয় বাংলা শ্লোগানে মুখরিত করে
বালিগঞ্জের রাস্তা হয়ে
মিছিলসহ সবাইকে দেখে মনে হচ্ছিল
এ বিজয় বাঙালির স্বপ্নের বিজয়
জাগরণের বিজয়, জাতিগত বিজয়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বারবার
অনাকাঙ্ক্ষিত নানা ঘটনায়
রাজনীতি এগিয়ে চলছে অমসৃণ পথে
মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে

প্রয়োজন ছিলো গণতন্ত্রের
গণতন্ত্রকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়া ছিলো কোনো অঙ্গীকার

সমস্ত বিভেদ ভুলে আমরা আজ
মসৃণপথে হবো অগ্রসর
এই হোক বিজয় দিবসের অঙ্গীকার।

ভগ্নহৃদয়

ব্যথা বেদনায় ভরা আমার এ হৃদয়
ছিদ্রময় হয়ে গেছে দুঃখে ও অভিমানে
তোমার মনের মত করে ভালোবাসতে পারিনি
কত যে তোমাকে বেসেছি ভালো
বুঝতে পারিনি আমি।
আমার যত ভালোবাসা আছে
সবটুকু দিয়ে তোমাকে বেসেছি ভালো
কেন তুমি আমার মত করে ভালোবাসলে না?
আমার দুঃখে যখন দুঃখী আমি
তুমি কেন তখন কাঁদলে না
আমি আর কোনোদিনও যাবো না তোমার সাথে
কথা কবো নাকো তোমা সনে
যত দুঃখই আসুক সহিব একাকী
বাড়াবো না আর দুঃখের লহরী
আজ আমি শূন্য হৃদয়ে চলে যেতে চাই
এ নির্দয় পুরী থেকে তোমার অগোচরে।

নির্বাসনে যেতে চাই

ওগো সাথী তোমাকে না পেয়ে
তোমার খবর না জেনে
যাবো কোথায়
তোমাকে না দেখে
তোমার কথা না শুনতে পেয়ে
তোমার ঠিকানা পাবো কোথায়
তোমার খোঁজে তোমার দ্বারে গিয়েছি
মস্ত বড় এক তালা ঝুলছে
ফুলবাগানে নেই, গাড়াইলের জোনাকী সনেও নেই
পথে প্রান্তরে কোথাও না পেয়ে অস্থির মোর হৃদয়
আমি কোথা পাবো তোমায়?
ওগো প্রিয়, এমন করে হারাতে নাহি চাই
তুমি নিজে ফিরে এসো,
এসে মোর ধর হাত
আমিতো শুধু তোমাকেই চাই,
সেই যে কবে গেলে
সত্যমিথ্যা বলে
আমার মনটাকে ভুলিয়ে,
আমি সেদিন সত্যিই ভুলেছিলাম
বুঝিনি এ ভালোবাসা না রহস্যময়তা
হয়তো দুটোই নতুবা কোনটাই নয়।
বিশ্বাসে কি করে মিলবে
সে স্বপ্নও হারিয়ে ফেলেছি
এখন আর কোনো উপায় নাই
শুধু নির্বাসনে যেতে চাই।

ওগো মোর প্রিয়তমা

ওগো মোর প্রিয়তমা,
আমি ক্লান্তি জুড়াই তোমার বুকে
অনায়াসে আনন্দে মাথা রেখে
তুমি জড়িয়ে রেখো মোরে তোমার নির্মল আকাশে
ভালোবাসি তোমায় আমি, প্রিয়তমা প্রতিনিঃশ্বাসে।
আমি তাকিয়ে থাকি তব মুখপানে
তুমি ঢেউ তুলে বয়ে যাও সুস্নিগ্ধ টানে
তোমার রূপে যে আমি ব্যাকুল এ ধরায়
ওগো কখনও যেন না স্মরি তোমায়
আমি ধলেশ্বরীর কূলেতে
হেঁটে বেড়াই আনন্দেতে
বাতাসের ঢেউ খেলানো অপরূপ রাগে
কোথাও দেখেনি তো এ অপূর্ব রূপ আগে
শান্তির পরশ পেতে পা দুটি ভিজিয়ে
আরও মধুময় লাগে তোমার পরশ পেয়ে
তোমার কলকল ধ্বনি মিষ্টি মধুর লাগে মোর কানে
তাইতো আমিও নানা রাগিনীতে মুখরিত করি গানে গানে
আমার প্রিয়তমা, হইও না চঞ্চলা
তোমার পরশ লাগি যারা ব্যাকুল
খাল বিল নদী নালা
তুমি নিবারণ কর তৃষ্ণা, জুড়াও তাদের ক্ষুধা জ্বালা।
আমরা তো সারা বৎসর থাকি তোমারই আশায় আশায়
কবে তুমি আসবে প্রিয়া ওগো তেজস্বিনীরূপে
স্বগৌরবে স্বমহিমায়।
তুমি যখন বাঁক ঘুরে বয়ে যাও এলাসিনে প্রমত্তারূপে
আপ্লুত আমি তোমার এ ভুবনমোহিনীরূপে।
তুমি কখনও রূপসীকন্যা, কখনও মমতাময়ী মাতৃরূপে
দু'কূল প্লাবিত কর হেসে হেসে
তোমাকে মোর হৃদয় মন দিয়ে ভালোবাসি
ধন্য তোমাকে ভালোবেসে নদীকূলবাসী।
তোমাকে মোরা ভালো করে চিনি
তুমি প্রমত্তা, তুমি স্রোতস্বিনী, তুমিই প্রস্রবিনী।

স্বপ্ন দেখা

বৈষম্য বিরোধী এ আন্দোলনকে মানুষ করেছে সমর্থন
সমর্থন দিয়ে মানুষ দেখেছে নতুন স্বপন
আন্দোলন বিজয়ী হলে সমাজে বৈষম্য হবে দুর্বল
আর সমতা হবে সবল।
যাবে মত প্রকাশ স্বাধীনভাবে
দেশে আবার ভোটের প্রচলন হবে
মানুষ পারবে পছন্দমত দিতে ভোট
আবার আমরা সুনাগরিক হবো এক জোট
তোমরা তো সবাই বলো
এবার দেশ তো তাই চাই
দেশের ভালো ছাড়া অন্য কিছুই চাওয়ার নাই
ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে
দেয়ালে দেয়ালে করছে অঙ্কন
বৈষম্যহীন এক গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন
দেখে আমাদের নতুন প্রজন্ম
এ স্বপ্ন দেখায় হয় না কোনো অসম
এটাই তো আমাদের একান্ত কাম্য।
এ স্বপ্ন দেখতে নেই কোন ভুল
অন্তবর্তীকালীন সরকারের ভূমিকা
করবে নির্ভর গণতন্ত্রে উত্তরণ
স্বপ্ন দেখার সার্থকতা।

তোমাকে মনে পড়ে

শুধু তোমাকে মনে পড়ে
বনবাদাড়ে ঝোঁপে ঝাড়ে
শুধু তোমাকেই মনে পড়ে
সাগরে, নদীতে, পর্বতে, পাহাড়ে
শুধুমাত্র তোমাকেই মনে পড়ে।

এতটা বছর কি করে কাটালাম তোমা ছাড়া
ভাবিতে পারিনি আমি তাহা
কোনোদিন একটা রাতও কাটেনি ওগো
তবে এ আঁধার তুমি বিনা কেমন কাটিলো বলো।

মনে পড়ে তোমার প্রবল ভালোবাসায় আমি চিরমগ্ন
তোমাকে খ্যাপাতাম, রাগে হতে অগ্নিশর্মা
বলতাম, 'আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চলতাম না'।

ঘর হতে বের হয়ে যেতে প্রচণ্ড রাগে
কত রাগ যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে হৃদয় আকাশে
সে রাঙা প্রভাতে মনে হতো
অপেক্ষা করতে হবে যুগ যুগ ধরে।

ভুলিনি কিছুই
স্মৃতির পাতা রোমন্থন করে শুধু তোমাকেই পাই
কখনও মনে হয় হারিয়ে ফেলেছি তোমাকে দারুণ ভালোবাসায়
সর্বদা তুমিই আছো জড়িয়ে অঙ্গে আমার।

তুমি আছো মোর অন্তরের ভিতরে
আমি আছি তোমার ভালোবাসার গভীরে।

এক টুকরো স্মৃতি

আমার প্রিয় শহর টাঙ্গাইলে অনেক দিন পরে এলাম
দীর্ঘদিন পরে ছোট্ট শহরটিকে দেখে আপ্লুত হলাম
আমার ছোটকালের দেখা শহরটি আজ আর নেই
আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার আনন্দের খেলাঘর।
আজ আর নেই কোন আন্তরিকতা
শুধু আছে ছোঁয়াচ আধুনিকতা
বড় বড় অট্টালিকা দিয়ে নতুন করে সেজেছে আমার নয়নমণি
তোমার এ অপরূপ রূপ দেখে তোমায় শ্রদ্ধা করি,
তোরা আমার প্রিয় নাতি-নাতনি
দেখে যা আমার প্রিয় বাড়ি সেজেছে আজ বিপণী
আমার বাড়ি। এ কোন বাড়ি এতো বাড়ি নয়
এটা তো একটা কৃত্রিম আবাসভূমি
উঠোনের চারপাশে ছিলো চৌচালা ঘর
মায়া ভরা আলোময় কি সুন্দর!
প্রতিটি ঘরের কোণে আম কাঁঠাল জাম পেয়ারা
আরও আছে জামরুল, আতা, বরই ও জাম্বুরা।
পাড়ার ছেলেরা ভিড় জমাতো উঠোনে
এসব ফল তারা খাবে বলে
তোরা মনে রাখিস এসব
দেখিসনি তো কোন কালে
আজ আধুনিকতার ছোঁয়াচে হয়েছে সব পরিবর্তন
পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে রাস্তার দু'পাশে
হয়েছে নানা রকমের দোকানপাট
আমার প্রিয় রোড, আদালত রোড, যেখানে জন্ম আমার
আমরা ঢুকে পড়লাম কল্যাণ কমপ্লেক্সে দু'পাশে দোকান
গেটের সামনে খেলনা নিয়ে বসেছে সিফাত
বয়স তার কত হবে বারো কিংবা তেরো
এই বয়সেই তাকে ভাবতে হয় সংসারের কথা
পূর্ব পাশে শান্তি নিকেতন, শ্রী নিকেতন ও আঁচল শাড়ি
পশ্চিমে আমাদের ফ্যাশন, মাধুরী
আদর নামে ছোট্ট একটা বিপণী
এ বিপণীর মালিক আমাদের রঞ্জন
কেউ পারেনি কোনোদিন ওকে ঠকাতে

সস্ত্রীক ওরা বসে দোকানে।
কল্যাণ কমপ্লেক্সের বিপণীগুলো
সবাই বলে জমেছে ভালো।
স্মৃতির আকাশে হাতড়িয়ে দেখি
সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে আছি
সেই দিনগুলো যদি ফিরে পাওয়া যেতো
তাহলে কি মজাই না হতো।

কফি হাউজ

এক কাপ কফি
বলতো খেতে কেমন?
সাথীসহ মজা তো নিশ্চয়
আর যদি সাথী ছাড়া হয়
সে কফি বিষবৎ হবে অবশ্যই
আদালত সড়কের দক্ষিণে
মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে
জ্বলজ্বল করছে সাইনবোর্ড বার্গার হেভেন।

আমরা প্রতিদিনই যেতাম একবার সন্ধ্যায়
আনন্দ কোলাহল কাটিয়ে ফিরতাম ঘরে
কফি পানে শরীর ও মন চাঙা করে।

আজ আর নেই সেই কোলাহল
নাই কোনো সাথী
কফি হাউজে কেন যাবো
কেন কফি পান করবো
আমিতো সাথী হারা
তাই বলে কি বিষবৎ হবে কফি?

না না তা হবে না
আমি তো বসে থাকবো কফি হাউজের দ্বারে
নিশ্চয় সে পথ চিনে চিনে আসবে
আবার কফি হাউজে
এবার কফি হবে সুস্বাদু
দোর খুলে মোরা ঢুকবো
নতুন করে আস্বাদ লবো
নতুন কফির মিষ্টি মধুর আস্বাদনে
পুরাতনকেও হার মেনে
কফি হাউজের আড্ডাটা জমাব অবশেষে।

কল্পনাতে তুমি

সেই সুদর্শন ছেলেটি তাকে আমি
কাল সকালে দেখেছিলাম রাস্তার ধারে
রাস্তাটি ছিলো আমার অচেনা
ছেলেটি আমায় ভালোবেসেছিলো কিনা জানি না,
তাকে দেখে আমিও কি সত্যিই ভালোবেসেছিলাম
তাও কি আমি জানি!
ফুলবাগানের ধারে হাঁটতে হাঁটতে আবার দেখা হলো
আমি তাকে হঠাৎ হারিয়ে ফেললাম
তার পার্মফিউমের মিষ্টি মধুর গন্ধ শুঁকে শুঁকে
আবার পিছু নিলাম
এবার আমার প্রিয় পিছনে এসে দাঁড়ালো
দুটি হাত নেড়ে আমার দিকে সে বাড়িয়ে দিলো
আমি লজ্জা পেয়ে সরে এলাম
দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললাম
প্রিয়তম আমার কাছে এসে ধরলো জড়িয়ে
আমি সে স্পর্শে গেলাম হারিয়ে
আমার প্রিয় সম্মুখে এসে বলল,
চলো সামনেই প্রেমকুঞ্জ সেখানেই যাই চলো।

নির্বোধ আমি

তোমরা কেন বারবার আমাকে অবোধ বানাও
আমাকে কথা দিয়ে চোখের জল ফেলাও
তোমরা তো মনে করো আমি কিছুই বুঝি না
যত বুঝার সব তোমারই বুঝ,
তোমাদের মুখের হাসির অর্থ আজ আমার অজানা নয়
পথ চলতে পদ-চালনার মুদ্রাও নয় অপরিচিত।
তবুও আমি যেন কেমন,
কঠিন উত্তর দিতে পারি না তেমন
অনাত্মীয় বলে রাতে গ্রামের রাস্তায়
একলা ছেড়ে দিতে পেরেছিলে নির্দ্বিধায়।
এতটুকুও মায়া হয়নি
ফোনেও সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলোনি
এটাইতো আত্মীয়ের কাছে উচিত জবাব
স্পষ্ট করে বলে দাও,
তোমাদের যন্ত্রণার কথা
যে নিজেকে নিজেই বুঝে না
সে বোকার কি হবে
তার মরণই ভালো।
এতো লাঞ্ছনা এতো অপমান কেমন করে সই
আমি তো বেহায়া নই
তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম ছোটবোন বলে
এমন করেই তার মর্যাদা দিলে?
নিজে পারোনি যেটা করতে, তা করালে অন্যকে দিয়ে
বেশ করেছো তীব্র দহন দিয়ে জ্বালিয়ে
তোমার কর্মচারী দিয়ে কথা বলিয়ে
দিদির সম্মান বাড়ালে?
আমি তো আর কোনোদিন হবো না ও মুখো
কোন লজ্জায় দেখাবো এ মুখ।
তোমার ব্যবহারে দেখালে যে নমুনা
তার নাম যদি ভালোবাসা হয়
তবে আসল ভালোবাসা কারে কয়?

আমার প্রিয় বাংলাদেশ

স্বাধীন হওয়ার পর আমার প্রিয় বাংলাদেশ
নানাভাবে তুমি হয়েছো ক্ষত-বিক্ষত
তোমার মুখের দিকে কেউ তাকায়নি
এতটুকু যত্নও তোমাকে কেউ করেনি
শাসক শ্রেণি যেই এসেছে
তারাই তোমাকে শোষণ করেছে
তোমার বক্ষের সুপেয় অমৃত পান করেছো
তোমার সন্তানরা পেল কি?
শুধু কি একটা শব্দ?
এই শব্দের মূল্যায়নও তারা করে নি।
আমরা জাতীয় চেতনা হারিয়েছি
গণতন্ত্রের উৎকর্ষতায় পারিনি পৌঁছতে
তোমার সন্তানদের কেন বারবার হয় পালাতে
কেন তোমার আঁচল হয় ছাড়তে
তোমার চোখের জল আর আমরা পারি না সইতে
হে মোর মা, তুমি তো বীরভোগ্যা
তোমার কোলে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চাই
মাগো, তুমি জাগো, তোমার রণতূর্য নিয়ে
অন্যায়কে প্রতিহত কর আবার
আমরা আছি মা তোমার সুসন্তান
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার
দুর্নীতি প্রতিহত করব
দুর্বৃত্তকে রুখবোই এই প্রতিজ্ঞা আমার।

কমলা

খুব ভোরে উঠে ঘুম থেকে
ছুটতে হয় কমলাকে
যদি ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়
তবে কমলার আর বক্ষে নয়।
পরের বাড়ির ঠিকে ঝি
সময়মত না পৌঁছালে উপায় আছে কি?
শীতের মধ্যে স্বল্প শীতের কাপড় পরে
ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চললো ধীরে।
একদিকে শীতের মধ্যে হয়নি তেমন কিছু খাওয়া
অন্যদিকে পড়ছে শিশির বইছে উত্তরে হাওয়া।
বৌটি কি করবে,কাজতো তাকে করতেই হবে,
পুরো সংসারটা কেমন করে চালাবে
সংসারে আছে তার এককন্যা, একপুত্র ও স্বামী
যেমন করেই হোক চালাবেন অন্তর্যামী।
স্বামী আছে একজন বেকার
তাকে দিয়ে সংসারে হয় না কোনো উপকার
অন্যের বাড়িতে কাজ করতে যদি হয় ত্রুটি
তাহলেই গিন্নি ধেয়ে আসে ছিঁড়তে চুলের মুঠি,
লোকের বকাঝকা, নানা কথা শুনে
দুঃখে চোখের জল ফেলে আর কাঁদে
দু'টো পয়সা যে বাঁচাবে
মেয়েটাকে ভালো একটা জামা কিনে দিবে,
তাও পারে না করতে, আজ ইষ্টি এলো
কাল দেখে রান্না ঘরে গ্যাস ফুরালো
বিদ্যুৎ বিল বাকি পরেছে,
একটা না একটা ঝামেলা লেগেই আছে
অসুখ বিসুখের নানা খরচে কিছুতেই নাহি কুলায়
পরের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে যারা খায়
ছেলেটার স্কুলের বেতন বাকি, মেয়েটার জামা নাই
আজ এটা নাই কাল ওটা নাই
অভাবের সংসারে শুধু খাই খাই
তবুও কমলা ভাবে উপরওয়ালা যখন মুখ তুলে চাবে
তখন হয়তো ওদের দুঃখও শেষ হয়ে যাবে।

চির সুন্দর আমার

আজ কোনো কথা নয়
চোখে চোখে শুধু কথা
তোমার আমার হবে শুধু চোখাচোখি
কথা বলবে শুধু সকরুণ আঁখি
সব কাজ ফেলে দিয়ে এসো হে আমার সুন্দর এসো,
একবার আমার পাশে বসো।
শোনাও তোমার প্রিয়াকে
তোমার ছন্দোবদ্ধগতি।
সব ফেলে দিয়ে একবার এসো আমার হৃদয়াসনে
তোমার প্রিয়ার সাথে
কথা হবে কাকলি কূজনে তোমাতে আমাতে
এসো তুমি প্রিয়তম,
আজন্ম আরাধ্য দেবতা, সুন্দর আমার তপন উজ্জ্বল
যতক্ষণ হৃদয়ে মম বহিবে শিরা-উপশিরা ততক্ষণ তুমি থাকবে আরো সমুজ্জ্বল।
খালি হাতে এসো, শুধু আলিঙ্গনে ধরে
কণ্ঠ জড়ায়ে ধর রোমাঞ্চ করে
তোমার মৃণাল পরশে চঞ্চল হৃদয় চমকিত হইয়া
হৃদয় আমার তোমার হৃদয়াকাশে উঠে উদ্ভাসিয়া
তুমি যবে আসিবে আমা সনে
আঁচল পাতিয়া তোমাকে বসাবো স্বযতনে।

প্রেম চিরদিন রয়

কোন কথা বলার কিছু না থাকলেও
তুমি নিকটে আসিয়া সুধাতে
চুপিচুপি চরণ ফেলে আসিতে মোর কাছে
আঁখিতে আঁখিতে হতো হৃদয়ের কথা।
আর আজ তুমি মোর কথা শুনেও শুনো না
আনমনে চলে যাও আমাকে ছাড়িয়া
তুমি মোরে যেন দেখেও দেখ না
দ্রুত পা ফেলে আমাকে ছেড়ে গেলে চলে
সন্ধ্যায় দীপ জ্বেলে তোমার আশায় আশায়
বসে আছি দ্বারপ্রান্তে চক্ষুজল যাচ্ছে মোর ঝরিয়া
হয়তো বা কখনও কাছে এসো
কাছে এসেও দূরে তুমি বসো
এ সকলই কি তব ইচ্ছাহীন
এ কি তোমার ব্যস্ততা নাকি সর্বদা তোমার বিরহের অবসানে রয়েছে অন্যমনে।
প্রেম যদি নাহি হয়, এটাও কি বুঝতে হয়
আদর সোহাগ করা শুধুমাত্র অপমান নয়?
মনে পড়ে সেই দিন একদিন
প্রথম প্রণয়ের দিন
মঞ্জুর বসন্তকাল, স্নিগ্ধ পুষ্পগন্ধে
মোরা দুজনে দুলেছিনু ফুলবনে
ভুলিনি কিছুই আজ সবকিছু আছে মনে
তোমার দেয়া ভালোবাসা গ্রহণ করে হয়েছি ঋণী
তোমারই ভালোবাসা পেয়ে একদিন আমি হয়েছিলাম ধন্যি।

ভালো ব্যবহার

আমাদের বাড়ির পাশের বাড়ির ছেলে
নামটি তার রাখাল, কথা বলতে গেলে
তোতলামি করে একটুতেই যায় রেগে
ছোটবেলা থেকেই ওকে দেখেছি তোতলাতে
যখন সে তোতলামি করত
তখন পাড়ার ছেলেদের দেখেছি খ্যাপাতে
রাখাল তো অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে খেপিয়া
যত বড় হতে থাকে তত রাগ যায় বাড়িয়া
দুষ্টু ছেলেরা যখন অযথা আসে মারতে
তখন সে পালায় দৌড়ে গিয়ে বারান্দার থামে
যেখানেই যায় সেখানেই গিয়ে তারা খ্যাপাতো
তারে নানা কথা বলো
যেমন বিয়ে করবি, অনেকে আবার পাগলা রাখাল বলে
বড় হওয়ার পর থেকে দুষ্টুরা ওকে দেখায় পাত্রী।
শান্তিকুঞ্জের মোড়ের পূর্বদিকে বাস করে এক যুবতী
মেয়েটি সুন্দর, তার সুন্দর একটি নাম
তোমরা সবাই জানো রুক্মিনী ওর নাম
সুন্দর হলে কি হবে আসলে মেয়েটি মেথর
রাখাল লাঠি দিয়ে মারতে গেল রাগে হয়ে পাথর
এ রোগ তো সহজ নয়, অতি কঠিন
এ রোগ তো বৈদ্যও পারবে না করতে নিরসন।
এখন উপায়? একটা কিছু বের করতেই হবে
কীভাবে ছেলেটা শান্তিতে থাকবে
পাড়ার বড়রা সবাই পড়লো ভীষণ চিন্তায়
এমনি হতে থাকলে রাখালকে তো যাবে না বাঁচানো
ছেলেটা শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবে নাতো?
সবাই একত্র বসে ঠিক করলো
পাড়ার ছেলেরা কেউ রাখালকে কিছু বলবে না
তাহলেই ছেলেটি শান্তিতে থাকবে কষ্ট পাবে না
সত্যি সত্যিই একদিন রাখাল হয়ে উঠলো সুস্থ
কেউ আর খ্যাপায়ও না তাকে তাই দূর হলো দুঃখ
সবার সঙ্গে সবার করতে হবে ভালো ব্যবহার
যাতে কখনও না হয় কারো জীবন সংহার।

প্রিয় মোর

যখন প্রথম ডেকেছিলে নিয়ে যেতে তোমা সনে
আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলাম তোমার নয়নে নয়ন রেখে
দেখালে দু'হাত প্রসারিত করে
সমুখে গভীর গর্জন শুনি দাঁড়িয়ে নদী তীরে
সুধালেম মুখপানে চাহি
কোথা নিয়ে যাবে মোরে
কোন কথা না বলে তুমি আবার নীরব হাসিলে
আবির রাঙা আকাশে সূর্য গেছে অস্তাচলে
নদীতটে দাঁড়িয়ে কেবলই ভাবি
অবেলায় কভু উঠিছে মেঘ, কভু রবি
কপালে বাতাস লাগিয়ে বেলা বয়ে যায়
ওগো তুমি কোথা মোরে নিয়ে যাও?
গোধূলি লগনে সন্ধ্যা আকাশে সূর্য পড়িবে ঢাকা
এখনই রজনী কালো অন্ধকারে মেলিবে পাখা
এমন সময় দেখলাম তোমাকেই কালো মেঘের আড়ালে
তোমার সুমিষ্ট হাসি ধরিয়া নয়নে কথা না বলে
তখনই হৃদয়াকাশ উঠিল উদ্ভাসিয়া
তুমি এলে মোর পাশে ধরিলে মোরে জড়াইয়া
কাছে টেনে পাশে ধরিলে মোরে জড়াইয়া
কাছে টেনে বললে মোরে কথা বলো,
বল প্রিয়ে মোর, ভালোবাসা মোরে।

অমর প্রেম

আমি তোমাকে যেন ভালোবেসেছি
জনমে জনমে নানাভাবে নানারূপে
যত শুনি প্রাচীন প্রেমের অতীত ব্যথা
বুকের মাঝে বেজে উঠে সে বিরহের কথা।
যুগল প্রেমের স্রোতে শতকোটি প্রেমিকের মাঝে
আমরা এসেছি পুরাতন প্রেমের সাজে
আমরা দুজনে করেছি খেলা মিলন মধুর লাজে
পুরাতন প্রেমকে দেখেছি নিত্যনতুন সাজে।
কতরূপে তুমি মুগ্ধ হৃদয়ে গাঁথিয়াছ ফুলহার
নানারূপে দিয়েছো গলায় প্রেম উপহার
আমিও গভীর উৎসাহে করেছি গ্রহণ
জ্বালাইনি কোন প্রতিবাদ, মাপিনি প্রেমের ওজন
তোমার দেওয়া প্রীতি সুখ যেন সারা পৃথিবীর সুখ
এ সুখে অবগাহন করে হরিয়াছি সব দুখ।
আজি সেই দিবসের প্রেম উজ্জ্বল হয়েছে
আরও সুন্দর অপরূপ রূপে প্রকাশিত হয়ে ফুটে উঠেছে
এ প্রেম যেন সকল কালের সকল কবির প্রেম-গীতি
নিখিলের সকল মানবের মাঝে মিশে আছে প্রাণের প্রীতি।

স্বপ্নের দিনগুলো

সেই দিনগুলো ছিলো মিষ্টি মধুর কত
দিনগুলো মনে হতো স্বপ্নের মত
ঘুম থেকে উঠে পুবের জানালা খুলে তাকাতাম
লাল রঙের গোল সূর্যটা কি সুন্দর দেখতাম
কুয়াশা ঢাকা মাঠে হেঁটে যেতে যেতে
কি যে ভালো লাগতো ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া
দখিনা বাতাস বয়ে যেতো শীতল হয়ে,
মনে হতো যেন উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায় হাওয়ায়
সারা মাঠ ভরে যেতো সোনালি আলোতে।
ফুল বাগান দিয়ে যেতে যেতে
হৃদয়ে দোলা লেগে যেতো স্নিগ্ধ সুবাসে
অলিরা পাগল হয়ে ছুটেছে মধু আহরণে
ভ্রমর এসে জুটেছে মাধুকরী হয়ে
কি যে ভালো ছিলো সেই দিনগুলো
যেন মধুমাখা স্বপ্নের মত দিনগুলো।

ওরা মরে না

ছেলেটা গ্রামের, যেন অযত্নসম্ভূত
কবে ওর হয়েছে জন্ম
কেউ তা জানে না,
ওর বয়স হবে দশ এগারো, পিতৃমাতৃহীন
আজ এ বাড়ির বারান্দায়
কাল ও বাড়ির উঠোনে রাত কাটায়।
কোনদিন কপালে আহার জোটে
আবার কোনোদিন জোটেও না
এমনি করেই চলছিল দিন।
ওকে আদর করার লোক নেই বলতে গেলে
সবাই দূর দূর ছাই ছাই করে
যে কাজ কেউ করবে না, যে কাজ কঠিন
সেই কাজটাই তাকে দিয়ে হয় করানো
ছেলেটি হাসি মুখে করে দেয় সে কাজ
ওকে একদিন খাঁ বাড়ির বড় ছেলে
জসিম উদ্দিন বলল ডেকে, তুই কি
ওদের কেনা গোলাম যে ফেলবি ময়লা?
রৌদ্র করোজ্জ্বল মুখে দিল উত্তর, কেউ কিছু বললে
আমি যে না করতে পারি না ভাই।
না বলতে আমি ভীষণ লজ্জা পাই,
ওদের গ্রামের পাশের গ্রাম
সলিমাবাদে হয় বিরাট মেলা
মেলাটিকে সবাই বলে ভূতের মেলা,
ওর বড় সখ হলো যায় সে মেলাতে
গ্রামের অন্য ছেলেদের হাত
ধরে দেখতে গেল মেলা
সবাই এলো ফিরে, ওর হলো না ফেরা
সবাই ভেবে নিলো হারিয়েছে সে
দায়ও নেই কারও ওকে খোঁজার
এক সপ্তাহ পরে দেখল সবাই
ছেলেটা এসেছে ফিরে।
গ্রামের কেউ ওকে দেখতে না পারলেও
স্বামী পুত্রহীন এক বুড়ি ওকে আদর করে খুব

মোল্লাবাড়ির নারিকেল পাড়তে গিয়ে
হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে ভির্মি খেল
অন্য ছেলেরা ওর মাথায় ঢালে জল
তারপর আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে পেল
কারো গাছের আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল
পাড়তে হলেই ঐ ছেলেটাকে লাগে দরকারে,
নদীতে গোসল করতে গিয়ে যায় ডুবে
মেলা দেখতে গেলে যায় হারিয়ে
কিছুতেই ওর কিছু হয় না।
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে
মরে গিয়েও কেমন করে যেন বেঁচে ওঠে
লোকের হাতে মার খায় ঠাসঠাস
গাল খায় প্রচুর। অসুখেও ওকে কিছু করতে পারে না
কিছুই ওর মনে থাকে না।
একটু পরেই আবার যে সেই
হঠাৎ করে একদিন ছেলেটাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।
গ্রামের মাতব্বররা বলল, ওরা এত সহজে মরে না
দেখবে হঠাৎ একদিন আসবে ঠিকই ফিরে,
সত্যি সত্যিই ছেলেটার আর ফেরা হলো না
গ্রামের সবাই এ কথা বিশ্বাস করতেই পারলো না।

আবার আসিব ফিরে

আমি বার বার আসিব ফিরে,
এই টাঙ্গাইলে,
লুৎফর ও শাহনাজের কোলে।
প্রগতিশীল বাবা-মার আদর্শে
একদিন বড় হবো, মানুষ হবো,
তারপর, হাঁটতে হাঁটতে একদিন
নীল দিগন্তের পাহাড় পার হয়ে যাবো চলে।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছ কেন?
ভয় কোরো না মাগো,
তোমার মেয়ে যে বীর মুক্তিযোদ্ধা
যুদ্ধ জয় করে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
আবার সে আসিবে এ ঘরে
যেদিন তুমি ভালোবাসায় আদরে যত্নে
বুকে চেপে ধরে পুত্রাধিক স্নেহে বলবে-
ভাগ্যিস তুই এসেছিলিস,
আমার কোলে, তোকেই আমি
জন্ম-জন্মান্তরে পেতে চাই,
শুধু তোকেই।

০৭/০৪/২০২৪

ফুলের বনে

আমি বলিতে চেয়েছিলাম আমার মনের কথা
বলিবলি করেও হলো না বলা সে কথা
তুমি ভ্রমরের সুরে বুঝে নিয়েছিলে ওগো সুলতা
পাতারা ঝিরিঝিরি বলেছিল বনের কথা
বনের বকুল ঝরে ঝরে আমার কথা বলে
ভোরের শিউলি বলে বাতাসে দোল খেলে খেলে
আমার বাগানের মল্লিকা, মালতি ও বেলি
আরও বলেছে মনের কথা চম্পা ও চামেলি
আকাশের তারারাও বুঝে আমার কথা
তুমি কেন বুঝতে পারোনি আমার ব্যথা
ফুলবনে যেতে যেতে গায়ে লাগে মাধবী ও জুঁই
তাইতো আমি তোমাদের গায়ে গা লাগিয়ে রই
তোমাদের যাকেই দেখি তাকেই লাগে ভালো।
আমি মোহিত হই তোমাদের রূপের আলোয়
আমি আত্মহারা হই তোমাদের গন্ধে ও রূপে
আমি আরও মুগ্ধ হই তোমাদের অপরূপ রূপে।

এ জ্বালা সইবো কেমনে

কোনোদিনও আর তোমার সাথে বলিবো না কোনো কথা
আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিবো না স্মৃতিকথা
বুঝিতে পারিনি তব ব্যবহারে এতো কপটতা
সরল বিশ্বাসে তোমাকে বলেছি মনের কথা
সমস্ত হৃদয় উজাড় করে ভালোবেসেছি তোমায়
স্নেহের অঞ্জলি দিয়েছি হৃদয়ের প্রতিটি কোনায়
কেন এমন হলো।
আমার হৃদয় কেন জ্বলে ছারখার হলো
আমি কোনো খারাপ করিনি তোমায়
তুমি কেন এতো বড় আঘাত দিলে আমায়?
আমি যে পারি না আর সহিতে
প্রিয়জনের দেওয়া এমন নিদারুণ আঘাতে
তোমার মধুর কথাগুলো আজও আমার কানে স্বপ্নের মত বাজে
আমার জীবনে তুমি কেন এলে নিষ্ঠুর সেজে
তুমি সুখী হও দিয়ে মোরে ব্যথা
তুমি শ্রেষ্ঠ হও জেনে মোরে কঠোরতা।
আমার স্নেহ, আদর ভালোবাসাকে করলে অপমান
এটা ধারণাতীত
এটা কি করে পারলে, কেমন করে পারলে
এমন বজ্রাঘাত করতে।

পুনর্মিলন

ধরিয়া রাখো মোরে, শুধু বাহুডোরে নয়
হৃদয়ের অন্তঃস্থলে,
ছাড়িয়া দিও না কখনও এ হাত
শুধু অবহেলা।
যদি ঘুম ভেঙে দেখি তুমি নাই মোর পাশে
আমি তো হারিয়ে যাবো অকূল সাগরে ভেসে
হাত ধরে রেখো প্রিয়, ছাড়িও না এ জীবনে
সবটুকু জোর দিয়ে বাঁধিও মোরে বাঁধনে
পথ চলিতে চলিতে যদি ছুটে যাও
দু'খানি হাত দিয়ে শক্ত করে আবার বাঁধিও
আমিতো তোমারই সাথে বেঁধেছি আমার ডোর
সারারাত তোমায় ভাবিতে ভাবিতে হয়ে এলো ভোর
প্রভাত নিকুঞ্জে তোমার চরণধ্বনি শুনে
জাগিয়া উঠে, খুশি হলাম মনে মনে
প্রভাতে উঠিয়া এ চাঁদমুখ দেখিয়া
দিবস, রজনী কাটিবে আনন্দের ভিতর দিয়া
যদি আবার কোনদিন জোট ভেঙে যায়
তুমি হে প্রিয় শক্ত আঁচলে বাঁধিও আমায়
যদি কখনও চলে যাই পরপারে
খুঁজিয়া পাইবো কোথায় আমি তোমারে
মরণের পরপাবে ডাকিয়া লবো তোমায়
আবার দু'জনে মিলিত হবো সেথায়।